নোহের তিন ছেলে

আদিপুস্তক ৯.১৮-২৯পদ

গত সপ্তাহে আমরা জলপ্লাবন থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত নোহ, তাঁর পরিবার, তাঁর বংশধর এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তিকে দেখেছি। এই চুক্তি ছিল নোহ ও তাঁর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে বংশ পরম্পরায় চিরস্থায়ী। এই চুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর ঘোষণা করেন যে, তিনি আর কখনও বিশ্বব্যপী বন্যার দ্বারা পৃথিবীকে ধবংস করবেন না। ফলে, নোহ ও তাঁর সন্তানদের আকাশে বৃষ্টির কাল মেঘ দেখে বা ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ড ব দেখেও মৃত্যুভয়ে ভীত হবার প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু এইভাবে নির্ভয়ে ও নিশ্চি ন্তে জীবন কাটাতে গিয়ে, নোহ শয়তানের ফাঁদে পা দিলেন। এর আগে যে নোহ সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থির রেখে আমাদের কাছে আদর্শ বিশ্বাসীর জীবনকে তুলে ধরেছিলেন, তিনি অনুকূল ও সুখের পরিস্থিতিতে শয়তানের প্রলোভনের কাছে নতিস্বীকার করলেন। আমরা স্মরণ করতে পারি সেই দিনগুলিকে যখন নোহ ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে শুকনো মাটিতে জাহাজ তৈরী শুরু করেছিল। দুষ্টতায় পরিপূর্ণ পৃথিবীর মানুষের কাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তথা ব্যঙ্গের পাত্র হয়েও ঈশ্বর বিশ্বাসে স্থির থেকে নোহ জাহাজ তৈরী করেছিলেন। জল বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে যখন সকলই ধবংস হচ্ছিল, তখন নোহ নিরবে ঈশ্বরের পরাক্রম দেখেছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই নোহকে প্রায় ১ বৎসর জাহাজের মধ্যে সেই সমস্ত প্রাণীদের সঙ্গে কাটাতে শক্তি, সাহস ও আশা যুগিয়েছিল। এ সবই নোহ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাক্যের যথার্থ বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য মাত্র, **"সেই সময়কার লোকদের মধ্যে নোহ ধার্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন"** (আদি ৬.৯; ৭.১)।

কিন্তু জাহাজ তৈরী করার সময় বা জাহাজের মধ্যে থাকার সময় নয়; নোহের জীবনে সবথেকে বড় প্রলোভনটি আসে জাহাজ থেকে মাটিতে নামার পর। আমরা দেখেছি নোহ জাহাজ থেকে মাটিতে নেমে সমস্ত কাজের আগে ঈশ্বরের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার আরাধনা উৎসর্গ করেছেন (৮.২০-২১)। আমরা দেখেছি, ঈশ্বর তাঁর এই আরাধনা গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি পৃথিবীর প্রাণীসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার উপযোগী জলবায়ূ ও খাদ্যের যোগান দেবেন (৮.২২)। কেবল তাই নয়, নোহ ও তাঁর পুত্রদের প্রতি ঈশ্বর আশীর্বাদ করে বলেছেন, **"তোমরা প্রজাবন্ত ও বহূবংশ হও; পৃথিবী পরিপূর্ণ কর"** (৯.১)।

এত আশীর্বাদে আশীর্বাদযুক্ত হয়ে নোহ পৃথিবীর মাটিতে নতুন করে জীবন শুরু করলেন। নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে নোহ পৃথিবীর মাটিতে নতুন করে বসবাস শুরু করলেন। পিতা লেমককে অনুসরণ করে (৫.২৯) নোহ মাটিতে শ্রম শুরু করলেন, অর্থাৎ কৃষিকার্য শুরু করলেন। ২০ পদে বলা হয়েছে, **"পরে নোহ কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে দ্রাক্ষাক্ষেত্র করলেন। আর তিনি দ্রাক্ষারস পান করে মত্ত হলেন, এবং তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হয়ে পড়লেন।"** নোহর জাহাজ থেকে নামা এবং মদ্যপান করে মত্ত হওয়ার মধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, কারণ দ্রাক্ষাক্ষেত্র তৈরী করতে যেমন সময় লাগে; দ্রাক্ষালতায় ফল ধরতেও সময় লাগে বা দ্রাক্ষা সংগ্রহ করে দ্রাক্ষারস তৈরী করতেও সময় লাগে। অর্থাৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবনকে উপভোগ করতে করতে ঈশ্বরের প্রতি নোহের বিশ্বাস কমতে ও নিজের প্রতি বিশ্বাস বাড়তে শুরু করেছিল। নোহের এই কাজ করার আগে পৃথিবীতে দ্রাক্ষারস ছিল কিনা সে সম্বন্ধে ঈশতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতের অমিল আছে। কিন্তু দ্রাক্ষারস পান করে মত্ত হওয়ার অপরাধকে আমরা যেন ঢাকবার চেষ্টা না করি। মদ খেয়ে মাতাল হওয়াকে বাইবেল পরিষ্কারভাবে অপরাধরূপে গণ্য করে (হিতোপদেশ ২০.১;২৩.১৯-২১, ২৯-৩৫;যিশাইয় ৫.১১;হবক্কূক ২.১৫;রোমীয় ১৩.১৩;১করিন্থিয় ৬.১০; ইফিষীয় ৫.১৮)। দ্রাক্ষারস মানুষের চেতনাকে নাশ করে; ফলস্বরূপ মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নোহর প্রতিও এই ঘটনাই ঘটেছিল। বাইবেল নোহর মত এমন পুণ্যজনের পাপকেও লুকাবার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

চেষ্টা করেনি, পরিবর্তে তা অকপটে স্বীকার করেছে। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, নোহও আমাদের মত রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন। এ কথা সত্য যে ঈশ্বর তাঁকে ধার্মিক বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই ধার্মিকতার অর্থ নিষ্পাপ, নিস্কলঙ্ক নিখুঁত জীবন নয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই তাঁকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক গণিত করেছিল। এ সত্য কেবল নোহের ক্ষেত্রে নয়, বাইবেলে উল্লেখিত অনেকের জীবনেই সত্য। ঈশ্বরের শক্তিতে বালদেবের ভাববাদীদের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর এলিয় ভাববাদী নিরাশা ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়েছিলেন (রাজাবলি ১৮, ১৯ অধ্যায়) আবার অনেক যুদ্ধে জয়লাভের পর "ঈশ্বরের মনের মত মানুষ" দায়ূদ আত্মতুষ্টিতে ভুগেছিলেন, যা তাঁকে বৎশেবার শারীরিক সৌন্দর্যের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করে; ফলস্বরূপ দায়ূদ তার সঙ্গে ব্যভিচার করেন (২শমূয়েল ১১ অধ্যায়)। বাইবেল বলে **"বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায় না"** (ইব্রীয় ১১.৬)। কারণ, বিশ্বাস হল সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। কিন্তু যখনই আমরা আমাদের দৃষ্টি তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিজেদের প্রতি রাখি, তখনই আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করি।

নোহ কেবল দ্রাক্ষারস পান করে মত্ত হওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিবস্ত্রও হয়েছিল। নোহ যদিও কখনও এমনটি হতে পারে পূর্বে কল্পনাও করেননি, কিন্তু বাস্তবে এটাই ঘটেছিল। কারণ, প্রথমে মানুষ মদ খায়, কিন্তু পরে মদ মানুষকে খায়। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, আমরা সকলেই শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদে পড়তে পারি। যে কোন মুহূর্তে আমরা নোহ বা এলিয় বা দায়ূদের মত পতিত হতে পারি। তাই, আমাদের দায়িত্ব, সর্বদা জেগে থাকা, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা।

নোহের এই মত্ত হওয়া ও বিবস্ত্র হওয়া তাঁর ছোট ছেলে হামের চোখে ধরা পড়ল। সে তার পিতার এই মতিভ্রমের কার্যে আনন্দিত হল, বা পিতার এই পাপ কার্যকে উপভোগ করল। তাই, সে তার পিতার এই কাজের কথা দাদাদের জানাল। কিন্তু শেম ও যেফৎ পিতার এই কার্যে খুবই দুঃখিত হল। তাই তারা তাদের পিতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে, পিতার উলঙ্গতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, কাপড় দিয়ে পিতার উলঙ্গতা ঢেকে দিল। ধরা যেতে পারে, নোহ যখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল, তখন তার সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণ যখন পুত্রদের কাছে নোহ জিজ্ঞাসা করে, তখন শেম ও যেফৎ তা বর্ণনা করে। তখন ঈশ্বর-বিশ্বাসী নোহর হৃদয় ভেঙ্গে যায়। কারণ, (১) সে নিজে ঈশ্বরের প্রতি পাপ করেছে, এবং (২) তাঁর পাপ তাঁর পুত্র হামকে মহাপাপ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। নোহর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের হৃদয়ও কষ্ট পেয়েছিল; তাই তিনি নোহকে পাপের জন্য অনুতপ্ত করলেন। অনুতপ্ত নোহ পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন বংশের ভবিষ্যৎ ঘোষণা করেলেন।

কনান অভিশপ্ত হোক -- আজ পৃথিবীর মাটিতে যে সমস্ত বিভিন্ন মানুষের বংশ আছে, তাদের প্রত্যেকে নোহর এই তিন পুত্রের মাধ্যমে এসেছে। হামের চিন্তা বা কাজের মাধ্যমে যেহেতু বিকৃত যৌনতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেইহেতু নোহ হামের বংশের প্রতি শাস্তি ঘোষণা করেলেন। ২৫-২৭ পদের মধ্যে ৩ বার বলা হয়েছে যে, **"কনান দাস হবে।"** ১০ অধ্যায় ৬ পদে বলা হয়েছে, হামের ৪ পুত্র -- কূশ, মিশর, পূট ও কনান। হামের পাপের জন্য নোহ যে শাস্তি ঘোষণা করেন, তা কেবল হামের কনিষ্ঠপুত্র কনানের প্রতি বর্তেছিল। এখানে, আমরা যে প্রশ্ন করতে পারি, তা হল, নোহ কেন হামের পাপের জন্য হামকে শাস্তি না দিয়ে, তার পুত্র কনানকে শাস্তি দিয়েছিল? আজকের সমাজে যৌনতা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঐ সমস্ত অপরাধীদের পিতা-মাতাদের মধ্যে এই অপরাধ পূর্বেই বর্তমান ছিল। এই একই কারণে, নোহ যখন হামের মধ্যে এই অপরাধপ্রবণতা দেখতে পেয়েছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হামের ৪ সন্তানের মধ্যে কনানের মধ্যে এই অপরাধ প্রকট আকারে প্রকাশ পাবে। তাই, নোহ কনানের প্রতি এই শাস্তি ঘোষণা করেছিলেন। বাইবেলের ইতিহাস থেকে এর সত্যতা সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ইতিহাস আমাদের কাছে সাক্ষ্য দেয় যে কনানীয়রা বিকৃত যৌনতা ও অনৈতিক জীবনের অধিকারী ছিল। আদি ১০.১৫-১৯ পদে কনানের বংশধরদের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যিহোশূয় ও ১রাজাবলি পুস্তক থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, কনানের

বংশধর হয়েই কনানীয়রা এসেছিল। তাদের পাপে পতিত জীবনের বর্ণনা আমরা বইবেলের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই (আদি ১৩.১৩; ১৫.১৬; ১৮.২০; ১৯.১-১১; গণনা ২৫.১-৩; বিচার ১৯.১৪-২৫; ১ রাজা ১৪.২৪; ১৫.১২; ২২.৪৬; ইত্যাদি)। কনানীয়দের এমন পতিত জীবনের ফলস্বরূপ, ঈশ্বর ইস্রায়েলের হাতে কনানকে পুনরায় ফিরিয়ে দেন এবং সেই দেশ থেকে কনানীয়দের নিঃশেষে ধবংস করতে আদেশ করেন (দ্বি বিবরণ ৭.১-৫;২০.১০-১৫;যিহোশূয় ৯.২৪)। কিন্তু ইস্রায়েল সেই আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হওয়াতে, নোহর দ্বারা ঘোষিত এই শাস্তি তাদের প্রতি পুনরায় বর্তায়; ফলস্বরূপ তারা "কাঠ কাটা ও জল বওয়ার" কাজে নিযুক্ত হয় (যিহোশূয় ৯.২৩)। এখানে, একটি ভুল ধারণার সংশোধন প্রয়োজন। অনেকে শাস্ত্রের এই অংশের ভুল ব্যখ্যা করে বলেন যে, কনানের প্রতি এই শাস্তি নিগ্রো তথা কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি আরোপিত হয়েছে -- তাই তারা দাসত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য। কিন্তু ইতিহাস আমাদের কাছে পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, কনানীয়রা কৃষ্ণাঙ্গ ছিল না। যিহোশূয়ের দ্বারা কনানীয়দের নিঃশেষে ধবংস না করার কারণে অবশিষ্ট কনানীয়রা আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বংশের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। তাই, যোনতা ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের বিভিন্ন ঘটনা আজ আমাদের সমাজে বর্তমান।

হামের ৪ সন্তান ছিল--কূশ, মিসর, পূট, ও কনান। কনানের দ্বারা কনানীয়দের আগমণ ঘটলেও, হামের অন্য সন্তানদের দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য বংশরা এসেছে। চীনারা, আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা, মিসরীয়রা, ব্যাবিলনীয়রা হামের বংশধর।

শেমের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য -- এই কথার দ্বারা শেমের বংশধরদের প্রতি নোহের আশীর্বাদ বর্তিয়েছে। শেমের বংশধর হয়ে (মানুষ হিসাবে) আমাদের পরিত্রাতা যীশুখ্রীস্ট জন্ম গ্রহণ করবেন;তাই, শেম যে সমস্ত বংশ তথা মানুষের পিতা, তাদের ঈশ্বরের গৌরব করা হয়েছে (৯.২৬)। এখানে শেমের ঈশ্বরকে ধন্য বলা হয়েছে, শেমকে নয়। কারণ, শেমের বংশধররা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আশীর্বাদ পাবে। এই শেমের বংশধর হয়ে অব্রাহাম আসবেন, যার মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতি আত্মপ্রকাশ করবে। কেবল তাই নয়, আমাদের পরিত্রাতাও মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করতে এই বংশকেই গ্রহণ করবেন।

আমরা আরও লক্ষ্য করি যে পৃথিবীর মধ্যে প্রধান ৩টি ধর্ম শেমের *(Semitic)* বংশধরদের দ্বারাই এসেছে, ইহূদী ধর্ম, খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। ইহূদী, আরব, এবং কিছু প্রাচীন জাতি শেমের বংশধর।

ঈশ্বর যেফৎকে বিস্তীর্ণ করুন -- যেফতের বংশধরদের সংখ্যায় ও অধিকারে বৃদ্ধি পাবার আশীর্বাদ করা হয়েছে। সাধারণত ভারতবর্ষ ও ইউরোপের অধিবাসীদের যেফতের বংশধর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আমেরিকাবাসীরাও এদের দ্বারাই এসেছে। পৃথিবীর প্রায় সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধ যেফতের বংশধরদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, এবং ভারতীয় আমরাও এদের বংশধর। এখানে যে বৃদ্ধির আশীর্বাদ করা হয়েছে, তা শিক্ষা বা দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই, গ্রীক ও ভারতীয়দের দ্বারা আধুনিক দর্শনবিদ্যার বিস্তার ঘটেছে।

যেফৎ শেমের তাম্বুতে বাস করুক -- সংখ্যা, অধিকার বা দর্শনবিদ্যায় বৃদ্ধি পেলেও, যেফতের বংশধরদের আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লাভের জন্য শেমের বংশধর, তথা খ্রীস্টের উপর নির্ভর করতে হবে। এখানে আমরা পরজাতির কাছে খ্রীস্টের সুসমাচার প্রচারের ভবিষ্যৎবাণী দেখতে পাই। তাই ঈশ্বর ইস্রায়েলকে **"পরজাতীয়দের কাছে আলো"** হবার জন্য মনোনীত করেছিলেন (যিশাইয় ৪২.৬;৪৯.৬);তাই, ইহূদীদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ আসার কথা বলা হয়েছে (যোহন ৪.২২)। কিন্তু জাতি হিসাবে ইস্রায়েল যখন সেই দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই পরজাতিদের কাছে আলো নিয়ে যেতে (লুক ২.৩২) স্বয়ং ঈশ্বর মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যীশুর শিষ্যরাও যীশুকে অনুসরণ করে সেই আলো সর্বজাতির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১.৮;১৩.৪৭)

নতুন ইস্রায়েল হিসাবে, বা শেমের আধ্যাত্মিক সন্তান হিসাবে, আজ ঈশ্বর আমাকে ও আপনাকে সেই একই দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছি?